বিপিএটিসি ইনোভেশন পুরস্কার নীতিমালা ২০১৯

০১। পটভূমি: উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সরকারের উদ্ভাবনী কার্যক্রম সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানকীকরণ এবং এ লক্ষে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। সরকারি নীতির আলোকে বিপিএটিসিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে:

(ক) সেবায় নাগরিক/সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের ভোগান্তি লাঘব

(খ) সেবা প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন বা নতুন সেবা প্রদানের মাধ্যম প্রবর্তন

(গ)নাগরিক/সেবাগ্রহীতা/অংশীজনের সঙ্গে যোগাযোগ

(ঘ) দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন

(ঙ) সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব

০২। উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ: বর্ণিত সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ এর ৩.২ নং নীতির আলোকে উদ্ভাবন পুরস্কারের জন্য নিম্নবর্নিত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হলো:

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	বরাদ্দকৃত নম্বর
(১) সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ	(ক) অধিক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ/ব্যয় হ্রাস/ফলপ্রসু (effective) করা	১০
	(খ) সেবাদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার	১০
	(গ) যেকোন KAIZEN (on year on project)/ Business Process Re-engineering/Small Improvement Project বাস্তবায়ন	০৫
(২) দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন	(ক) দাপ্তরিক কাজে নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়ন	০৫
	(খ) অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোন Best Practice বাস্তবায়ন ঘটিয়ে কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন	০৫
	(গ) দাপ্তরিক কর্মকান্ড যেমন বাৎসরিক বাজেট, ক্রয়, প্রকল্প কার্যক্রম, বাৎসরিক প্রতিবেদন ইত্যাদি তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়ন	০৫
	(ঘ) বিপিএটিসিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখা/ value add করা	০৫

	(ঙ) দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (যেমন: কেন্দ্রের অফিসিয়াল হোয়াটসএপ গ্রুপে পোস্ট দেয়া. তথ্য বা নলেজ শেয়ার ইত্যাদি)	১০
	(চ) ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন	০৫
(৩) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজে উদ্ভাবন ও সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার	(ক) সেশন পরিচালনায় উদ্ভাবন ও মানোন্নয়ন	১০
	(খ) উদ্ভাবনী প্রশ্নপত্র তৈরি/প্রশ্নব্যাংক তৈরি	১০
	(গ) প্রশিক্ষণ কাজে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার (যেমন: প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে হোয়াটসএপ গ্রুপে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যোগাযোগ/Kahoot/Mandeley/Grammarly ব্যবহার)	১০
	(ঘ) প্রশিক্ষণ শেষে হোয়াটসএপ/সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	০৫
	(ঙ) সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ সহায়িকা (যেমন হ্যান্ডআউট, ক্লাস রুটিন) ইত্যাদি সরবরাহ করা	০৫
	সর্বমোট	১০০

২.১. কেন্দ্রের সকল গ্রেডভুক্ত কর্মচারি বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর বাইরেও যেকোন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

০৩। সেরা উদ্ভাবনী কার্যক্রম নির্বাচন: কেন্দ্রে ইনোভেশন পুরষ্কার প্রদানের লক্ষ্যে সেরা উদ্ভাবন কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য নিম্নরূপে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে:

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	রেক্টর কর্তৃক মনোনীত একজন এমডিএস	আহবায়ক
০২	পরিচালক	সদস্য
০৩	উপপরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য-সচিব

০৪। উপর্যুক্ত কমিটি বৎসরান্তে আগ্রহী কর্মচারীদের নিকট হতে স্ব স্ব উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন, উক্ত তথ্য সরজমিনে যাচাই করবেন এবং উদ্ভাবন পুরষ্কার প্রদানের লক্ষ্যে শর্ট লিস্ট করবেন।

০৫। শর্ট লিস্টভুক্ত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হবে। এটি নতুন একটি কমিটি বা বাছাই কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে।

০৬। কমিটির সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত কর্মচারীকে পুরষ্কার প্রদান করা হবে।

০৭। পুরষ্কার প্রদানের জন্য তিনটি ক্যাটাগরি থাকবে :

ক্যাটাগরি ‘ক’: ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারি

ক্যাটাগরি ‘খ’: ১১-১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মচারি

ক্যাটাগরি ‘গ’: ১০ গ্রেড ও তদুর্দ্ধ

০৮। পুরষ্কার হিসেবে সনদ/অর্থসম্মানী প্রদান করা হবে।

(ড. মোঃ মোরশেদ আলম)	(হাসান মূর্তাজা মাসুম)	(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	উপ-পরিচালক (সেবা)	পরিচালক (প্রশাসন)

[কেন্দ্রে ইনোভেশন পুরষ্কার প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি আলোচনাক্রমে নিম্নলিখিত নির্ণায়ক/মানদন্ড নির্ধারণের প্রস্তাব করছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসরণ করা হয়েছে।]